



## 22034 - রাগান্বতি ব্যক্তরি তালাক

### প্রশ্ন

আমি একটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করতে চাই। সটো হচ্ছে- এক মুসলমি ভাই তার স্ত্রীকে বলছেন যে, তিনি তাকে তিনি তালাক দিয়েছেন। কিন্তু কয়কে ঘণ্টা পরে তিনি মিত পরবির্তন করে বলেন যে, তিনি সটো রাগরে মাথায় বলছেন। ইয়া শাইখ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে- এই ভাই কিতার স্ত্রীকে ফরোত নয়োর অধিকার আছে? আমি শরীয়তরে দললি সমৃদ্ধ সদিধান্ত চাই। উল্লেখ্য, আমরা এ মাসয়ালায় একাধিক দৃষ্টিভিঙগরি মতামত শুনছি; কিন্তু কোন দললি-প্রমাণ ছাড়া।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

রাগরে তিনিটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: এত তীব্র রাগ উঠা যে, ব্যক্তিতার অনুভূতি হারিয়ে ফেলো। পাগল বা উন্মাদরে মত হয়ে যাওয়া। সকল আলমেরে মতে, এ লোকরে তালাক কার্যকর হবে না। কেননা সে ববিকেহীন পাগল বা উন্মাদরে পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা: রাগ তীব্র আকার ধারণ করা। কিন্তু সে যা বলছে সটো সে বুঝতেছে এবং ববিকে দিয়ে করতছে। তবে তার তীব্র রাগ উঠছে এবং দীর্ঘক্ষণ ঝগড়া, গালগিলাজ বা মারামারি কারণে সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেনি। এগুলোর কারণেই তার রাগ তীব্র আকার ধারণ করছে। এ লোকরে তালাকরে ব্যাপারে আলমেদরে মাঝে মতভেদে রয়েছে। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, এ লোকরে তালাকও কার্যকর হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ইগলাক এর অবস্থায় তালাক কথিবা দাস আযাদ নহে”। [সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৪৬), শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গাললি’ কতিবে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়তি করছেন] ইগলাক শব্দরে অর্থ আলমেগণ বলছেন: জবরদস্থ কথিবা কঠনি রাগ।

তৃতীয় অবস্থা: হালকা রাগ। স্ত্রীর কোন কাজ অপছন্দ করা কথিবা মনোমালনি্য থেকে স্বামীর এই রাগরে উদ্রকে হয়। কিন্তু এত তীব্র আকার ধারণ করে না যে, এতে ববিকে-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে কথিবা নিজরে ভাল-মন্দরে ববিচেনা করতে পারে না। বরং এটি হালকা রাগ। আলমেগণরে সর্বসম্মতক্রিমে এ রাগরে অবস্থায় তালাক কার্যকর হবে।

রাগান্বতি ব্যক্তরি তালাকরে মাসয়ালায় বসিতারতি ব্যাখ্যামূলক এটাই সঠিক অভিমত। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়যমে এভাবে বিশ্লেষণ করছেন।



আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ। আমাদরে নবী মুহাম্মদ এর উপর আল্লাহ্ৰ রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।